দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 22 SEP 2016
পৃষ্ঠা কলাম

বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগে জটিলতা

বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় সহকারী শিক্ষক নিয়োগে কালক্ষেপণ ও জটিলতা তৈরির অভিযোগ উঠিয়াছে। গত ২২ অক্টোবর হইতে বন্ধ রহিয়াছে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া। প্রায় এক বৎসর ধরিয়া নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ থাকায় এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেখা দিয়াছে শিক্ষক সংকট। ইহাতে ব্যাহত হইতেছে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া। বিশেষ করিয়া সাধারণ বিষয়গুলো অন্য শিক্ষকরা পড়াইতে পারিলেও ইংরেজি, বিজ্ঞান, কৃষি ও কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং গণিত পড়ানো সব শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব নহে। ফলে কোথাও কোথাও খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়া কাজ চালানো হইতেছে। কোথাও কোথাও আট-দশ মাস ধরিয়া এই ধরনের শিক্ষক একেবারে না থাকায় বিপাকে পড়িয়াছে শিক্ষার্থীরা। অন্যদিকে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া থামিয়া থাকায় প্রার্থীরাও উদ্বিগ্ন।

উল্লেখ্য, ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডির পরিবর্তে এইসব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে সুপারিশ করিবার কথা জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ)। এই সমন্বিত শিক্ষক নিয়োগের পদক্ষেপ সর্বমহলে প্রশংসিত হয়। কেননা ইহার আগে বহুক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে অদক্ষ শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ উঠিয়াছে। এক সময় এমন পরিস্থিতি দাঁড়াইয়া যায় যে, অর্থ খরচ করিয়াও অনেকে চাকরি না পাইয়া প্রতারিত হন এবং তাহাদের মামলা-মোকদ্দমায় শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষপর্যন্ত ঝুলিয়া থাকিয়াছে বৎসরের পর বৎসর। এই অবস্থা হইতে বাহির হইয়া আসিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিধিমালা সংশোধন করিয়া এনটিআরসিএ-কে এই শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব দেয়। তাহারা গত জুনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হইতে শিক্ষকের চাহিদার তথ্য সংগ্রহ করে। ইহার পর জুলাইয়ে অনলাইনে আবেদনপত্র চাওয়া হয়। ১৫ হাজার পদের বিপরীতে আবেদনপত্র পড়ে ১৩ লক্ষ। কিন্তু ইহার যাচাইবাছাই এখনও সম্পন্ন হয় নাই। অনেকে প্রশ্ন তুলিয়াছেন, যেখানে অত্যাধুনিক সফটওয়্যারের সাহায্যে ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থীর কলেজ ভর্তিপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হইতে এক সপ্তাহ লাগে, সেখানে একই প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া যাচাই-বাছাইয়ের কাজে এত কালক্ষেপণ কেন?। ইহার জন্য এনটিআরসিএ-র কর্মকর্তাদের অদক্ষতাকে দায়ী করিতেছেন তাহারা। কেহ কেহ প্রথমবারের মতো এই ধরনের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট হইয়াছেন বলিয়াও সমস্যা হইতেছে।

যেহেতু শিক্ষক সংকটে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে, তাই অবিলম্বে নিয়োগ সম্পন্ন করা উচিত। আইটি বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নিয়া হইলেও উচিত দ্রুত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার ব্যবস্থা করা। এনটিআরসিএ প্রথমবারের মত এই ধরনের দায়িত্ব পালন করিতেছে। তাহাতে কিছু সমস্যা ও সংকট দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নহে। তবে এই ক্ষেত্রে আন্তরিকতারও অভাব আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এইজন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-নীতিও সংস্কার করা আবশ্যক। যেহেতু উপজেলা কোটায় শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হইবে, তাই আগে হইতেই উপজেলা মেধা তালিকা প্রকাশ করা হইলে প্রার্থীদের খরচের বহর কমিয়া যাইবে। আবার শিক্ষক নিবন্ধনের মেয়াদ ও পাস-স্কোর নিয়াও প্রশ্ন আছে অনেকের মনে। এইগুলিরও যৌক্তিক সমাধান প্রয়োজন।